Social Change
Vol. 10, No. 1, 2021, pp - 124-139
© 2021 YPSA
www.ypsa.org/social-change
ISSN : 1997 - 938X (Print)
2356 - 1890 (Online)

অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন এবং বাংলাদেশঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ আরিফুর রহমান[১] এবং গগন পারিক[২]

সারসংক্ষেপ (Abstract)

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (Inclusive Development) হল এমন ধরনের উন্নয়ন যা জনগণের জন্য কেবলমাত্র নতুন অর্থনৈতিক সুযোগই তৈরি করেনা বরং এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য তৈরি সুযোগ গুলিতে সবার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নসহ টেকসই উন্নয়ন, পরিকল্পনা বা রূপকল্প ২০৪১ ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি 'কমপ্রিহেনসিভ অ্যাপ্রোচ' (Comprehensive Approach) যা 'বটম-আপ' (Bottom-Up Approach) এবং 'টপ-বটম' (Top-Bottom Approach) অ্যাপ্রোচ দরকার, যা উভয় দিকে প্রক্রিয়াশীল হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমনি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ সকল পেশার মানুষ চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত হবেন, তেমনি একই সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ করবেন। এই অন্তর্ভুক্তিমূলকসহ অবস্থান বৃহৎ - ছোট পরিকল্পনাসহ জননীতিতে এর প্রতিফলন ঘটাবে। এতে করে, ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিগত বৈষম্য কমিয়ে আনা যাবে। সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কল্পে বেশ আন্তরিক, বিশেষ করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' (Digital Bangladesh), 'অনলাইন ব্যাংকিং' (Online Banking), 'নতুন তথ্য প্রযুক্তি' (Advance Information Techonology) উন্মোচনসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন কাজে অন্তর্ভুক্তিতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহারণ। মোট কথা হল, দারিদ্র বিমোচন বা দারিদ্র মুক্ত সমাজ বিনির্মাণের জন্য বহুমাত্রিক ও সমন্বিত কর্মসূচী আমাদের দেশীয় প্রাঙ্গনে বাস্তবায়ন ও সাফল্য মন্ডিত করতে হলে আমাদের সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশা পূরন সম্ভব হবে।

১. ভূমিকা (Introduction)

বাংলাদেশ বিশ্বে দ্রুতবর্ধমান অর্থনীতির একটি দেশ। বিশ্ব ব্যাংকের South Asia Economic Focus, Making De-Centralisation Work এর সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের উপরে। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের এই সাফল্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় দ্রুতবর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।

[1] পিএইচডি গবেষক, স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, Techno India University, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
[2] ডীন, প্রধান, স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, Techno India University, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

এর আগে ২০১৮ সালে এইচ এস বি সি গ্লোবাল সার্ভে রিপোর্টে© বলা হয়, ২০৩০ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যাংকিং-এ বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৬তম। বর্তমান অবস্থান ৪২তম। ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিনফান্ড (আইএমএফ) ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র প্রতিবেদনেও দেশের দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি ও সাফল্যের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগন মনে করেন বাংলাদেশের এই দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ম্যাজিক বা রহস্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতি কৌশল। এ নীতি শুধু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নয়, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও বড় অবদান রাখছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতিকৌশল প্রয়োগের কারণে ২০১১ সালে প্রবল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার (২০০৮ সাল থেকে যার শুরু) মধ্যেও দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধারা অব্যাহত থাকে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতির কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের শক্তিশালী অবস্থানের তথ্য উঠে এসেছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)'র সাম্প্রতিক প্রকাশিত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে (আইডিআই)। সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪তম। বাংলাদেশের পরে রয়েছে ভারত (৬২), পাকিস্তান (৫২) এবং (শ্রীলঙ্কা (৪০)। একথা আজ অনস্বীকার্য যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। আর্থিক প্রযুক্তির বর্ধিত ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে শক্ত অবস্থান তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির কারণে অর্থব্যবস্থায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটছে যা মূলত টেকসই উন্নয়নের অনুঘটক।

২. গবেষণাপদ্ধতি (Research Methods)

গবেষণাপত্রটি সম্পাদন করার জন্য মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি (Secondary Data Collection method) ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ, জার্ণাল, বই, গবেষণাকৃত রির্পোটসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইট যেমন - গুগোল, গুগোল স্কলার, একাডেমিয়া ইডিইউ, রিসার্চগেটসহ অন্যান্য অনলাইন ভিত্তিক প্রকাশিতপত্র। মাধ্যমিক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত, বর্ণনামূলক বিশ্লেষনের মাধ্যমে তুলে ধরা হল। এই পর্যায়ে, গবেষক শুধুমাত্র প্রকাশিত প্রবন্ধ, জার্ণাল, বই, গবেষণাকৃত রির্পোটসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইট যেমন-গুগোল, গুগোল স্কলার, একাডেমিয়া ইডিইউ, রির্সাচগেট এর গবেষণাগুলো পর্যালোচনার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও আরো প্রবন্ধ, জার্ণাল, বই, গবেষণাকৃত রির্পোট থাকতে পারে। যা গবেষকের দৃষ্টিগোচর বা বর্তমান বিষয়ের সাথে সম্পর্কীত না হওয়ায়, এ প্রবন্ধে সংযুক্ত করা হয়নি বা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

৩. ফলাফল বিশ্লেষণ (Results and Discussion)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে "অন্তর্ভুক্তি" শিরোনাম সম্পর্কীত প্রকাশিত প্রবন্ধ, জার্ণাল, বই, গবেষণাকৃত রির্পোট সমূহ পর্যালোচনা করে এই গবেষণা পত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে বাস্তবতার নিরিখে এবং সত্যতার ও গবেষণার মানদন্ড ঠিক করে, গবেষক অন্তর্ভুক্তি শিরোনাম সম্পর্কীত প্রকাশিত প্রবন্ধ, জার্ণাল, বই, গবেষণাকৃত রির্পোট এর সারমর্ম তুলে ধরেন। যাহা, নিম্নরূপ -

ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর প্রকাশিত বই **"নানা সংকট একই দিশা",** ১লা নভেম্বর, ২০১৭। উক্ত বইয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন অর্জন দুটি আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার সাথে সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা দেন। তিনি উক্ত বইয়ের **"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে অংশীদারিত্ব জরুরী"** বিষয়ক প্রবন্ধে বলেন - টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব খুবই জরুরী। এই অংশীদারিত্ব হচ্ছে সরকারের সঙ্গে বেসরকারী খাতের এবং অন্যান্য অংশীগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব; জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গে বৈশ্বিক পর্যায়ের অংশীদারিত্ব; সমাজের উচুঁ তলার সঙ্গে নিচু তলার অংশীদারিত্ব। আর এই অংশীদারিত্বে সাধারন মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে তাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য দিতেই হবে, যা সচেতনতা তৈরি করবে। এছাড়াও তিনি এই বইয়ের অন্য একটি প্রবন্ধ **"সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে"** তে বলেন- সাংবিধানিক তাগিদ অনুসারে সবার জন্য সম সুযোগ তৈরি করা জরুরী। তাই আমাদেরকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাপক উন্নয়ন ও সমাজের সকল স্তরের মানব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে; বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী (প্রতিবন্ধী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, দলিত, পাহাড়বাসী, বাঁওড়বাসী, নারী কৃষক শ্রমিক, উপকূলীয় দরিদ্র মানুষ) এর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়িত ও ত্বরান্বিত করার জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই বিষয়টি Vision 2021- এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি, তিনি এই বইয়ের অন্য একটি প্রবন্ধ **"বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে"** তে বলেন- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন এবং গৃহিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Open Working Group (OWG) প্রস্তাবিত লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার[1] **২মার্চ ২০২০ সালে বিডি নিউজ ২৪.কম** এ- "অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি কৌশল ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশ বিনির্মাণের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা দেন এবং বর্তমান সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের চারটি স্তম্ভ রয়েছে। এর দ্বিতীয় স্তম্ভ হল ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির। এতে 'সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থপূর্ণভাবে নাগরিকদের সংযুক্ত করা'র কথা গুরুত্বারোপ করেন। অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা সহজলভ্য করে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। ব্যাপক ভিত্তিক ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমেই এটা সম্ভব। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় নীতিমালা ও অবকাঠামো তৈরির। সেজন্য ২০০৯ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রথমে নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

[1] https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/59782

এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করার জন্য বর্তমান সরকার **'বটম আপ অ্যাপ্রোচ'** পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং তৃণমূল থেকে ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম শুরু করে। এই অ্যাপ্রোচ'র মূলে রয়েছে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। এতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগ করে দেওয়া হলে তা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন হিসেবেই বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে, বর্তমান সরকার, শহরের পাশাপাশি গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সাড়ে চার হাজারেরও বেশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন করেছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ওয়ার্ড মিলে বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৫৮৬৫টি। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেয়া হয় ইউনিয়ন গুলোতে। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, দ্বীপ এমনকি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মহেশখালী দ্বীপের মানুষ ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি সেবা পাচ্ছে। হাওড় এলাকার মানুষকে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্গম এলাকার ৭৭২টি ইউনিয়নে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কানেক্টিং বাংলাদেশ প্রকল্পের।

ড. এম এম আকাশ, অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়[2], ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সালে দৈনিক ইত্তেফাক সংবাদ পত্রে "অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম নিম্নে তুলে ধরা হল। ড. আকাশ মনে করেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, যদি প্রবৃদ্ধির একটি অংশ নিচের গরিবদের কাছে চুঁইয়ে পড়ে এবং তাতে কিছু লোক দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে আসতে সক্ষম হয়, তাহলে একে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বলা যেতে পারে। অবশ্য অনেক সামাজিক ন্যায়বিচারপন্থি অর্থনীতিবিদ (এ কে সেন ও তার অনুসারীরা) একে বড় জোর চৎড় চড়ড়ৎ এৎড়ঃিয বলবেন কিন্তু Inclusive Growth বলতে আদৌ রাজি হবেন না। তাদের মতে, দারিদ্র্য আসলে আপেক্ষিক বহুমাত্রিক একটি অবস্থা। দরিদ্র বা নিচের ৪০ শতাংশ মানুষ আসলে তুলনামূলকভাবে ওপরের ১০ শতাংশ মানুষের তুলনায় আয় করে কম, সম্পদ সঞ্চয় করে কম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ, অন্যান্য বহু সামাজিক সূচকের নিরিখে তাদের তুলনামূলক অবস্থান থাকে অনেক নিচে। আর এসব বঞ্চনা অনেক সময় নানা কাঠামোগত শোষণমূলক বঞ্চনা ও বৈষম্যের সম্পর্ক তৈরি করে। সেসব সম্পর্কের কারণে তাদের এবং তাদের প্রভুদের মধ্যে আপেক্ষিক ব্যবধান ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত Sustainable Development Goal (SDG)-এর ১০ নম্বর লক্ষ্যে তাই বলা হয়েছে কোনো দেশের প্রবৃদ্ধি তখনই **'অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই'** হবে যখন সে দেশের নিচের ৪০ শতাংশের আয় প্রবৃদ্ধির হার ওপরের ১০ শতাংশের চেয়ে বেশি হবে। অর্থাৎ শুধু দারিদ্র্য নিরসক হলে হবে না প্রবৃদ্ধিকে হতে হবে বৈষম্য নিরসক।

2 https://www.ittefaq.com.bd/opinion-/181616/AšÍf©,w³g~jK cÖe„w× I †UKmB Dbœqb

তিনি বলেন, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এস আর ও সমানী অর্থনীতি বিভাগের একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য'** নিয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি ০৩টি বিষয় তুলে ধরনে। প্রথমত, জনাব ওসমানী তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশে সব চেয়ে গরিব অদক্ষ দিন মজুরদের প্রকৃত মজুরি কমছে। কারণ, শহরেও অনানুষ্ঠানিক খাতে বেকার অদক্ষ শ্রম শক্তির যে ভিড় সম্প্রতি ক্রমবর্ধমান, তাতে শ্রম চাহিদার চেয়ে শ্রম সরবরাহ অনেক বেশি হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কাজের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে তাদের প্রকৃত মজুরি কমে যাচ্ছে, যদিও হয়তো গড় প্রকৃত মজুরি এ সময় সামান্য বেড়েছে। এসব দরিদ্র লোকের শহরে এসে জড়ো হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। এরা শিক্ষা পায়নি। অকৃষিখাতে চাকরির সুযোগও তাদের নেই। এদের বিরাট অংশ দেশের পশ্চিমাঞ্চলে দারিদ্র্যের পকেটে অবস্থান করছেন। সেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া তুলনামূলক ভাবে কম। সুতরাং আঞ্চলিক বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের বৈষম্যই তাদের তুলনামূলক ভাবে খারাপ অবস্থার কারণ। দ্বিতীয়ত, সংগঠিত খাতে ১৯৮৫-২০১৬ এই সুদীর্ঘ কাল পর্বে সাধারণ ভাবে গড়ে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও ঐ বৃদ্ধির হার তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের নিচে ছিল। অর্থাৎ এই সময়ে শ্রমিকরা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে যত অবদান রেখেছেন, ততটা তারা নিজেদের পাতে তুলতে পারেননি। তৃতীয়ত, ওসমানী দেখান দারিদ্র্য হ্রাসের বাৎসরিক গতিবেগ ২০০০-২০১০ সালে যা ছিল তা ২০১০-১৬ সালে আরো কমে গেছে। কিন্তু আমরা আবার এটাও জানি যে, দ্বিতীয় কাল পর্বে প্রবৃদ্ধির হার ছিল বেশি। তার মানে দাঁড়াচ্ছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যমূলক বণ্টনের কারণে দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বর্ধিত প্রবৃদ্ধির অভিঘাত ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সমস্যাটা প্রবৃদ্ধির মাত্রা নিয়ে নয়, সমস্যাটা প্রবৃদ্ধির গুণগত চরিত্র নিয়ে। প্রবৃদ্ধি গ্রাম অভিমুখী, ক্ষুদ্র-মাঝারি-দরিদ্র অভিমুখী, শ্রমঘন এবং স্বদেশ অভিমুখিন হচ্ছে কিনা, তারও পরই নির্ভর করবে প্রবৃদ্ধি কতখানি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই' হবে সেটা। বস্তুত খুব ধনীরা এদেশে এবং বিদেশে দুই জায়গায় পা রেখে চলেন। তাদের অর্থ ও দুই জায়গায় ব্যয়িত হচ্ছে। সম্ভবত সেজন্য দীর্ঘদিন আমাদের ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত এবং ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হার স্থবির হয়ে আছে। বাড়ছে খেলাপি ঋণের হার।

উক্ত বক্তৃতায় অনুষ্ঠানে (অর্থনীতি বিভাগের সেমিনার) মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং বৈষম্য যে কমানো উচিত তা তার সমাপনী ভাষণে তিনিও উল্লেখ করেছিলেন। সেই সেমিনারে বৈষম্য কমানোর জন্য কতক আশু নীতিমালার সুপারিশ করা হয়েছিল, যেমন - ১. প্রগতিশীল আয় ও সম্পদ কর ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে যাতে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি পায়। ২. তবে পাশাপাশি অপ্রত্যক্ষ করের অনুপাত কমাতে হবে। ৩. আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী প্রকৃত মজুরি অবশ্য নিশ্চিত করতে হবে। ৪. শিক্ষিত যুবকদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান করতে হবে। ৫. শিক্ষার পরিমাণ শুধু নয়, এর গুণমান নিশ্চিত করতে হবে। ৬. সামাজিক নিরাপত্তার পরিসর বাড়াতে হবে এবং সেখানে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিহীন ভাবে ফান্ড হস্তান্তর করতে হবে। ৭. উৎপাদনশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা বাড়াতে হবে, সুদের হার কমাতে হবে, বৃহৎ শীর্ষ খেলাপিদের কনসেশন বন্ধ করে দিতে হবে। আর্থিক খাতে ন্যূনতম শৃঙ্খলা আশু পুনরুদ্ধার করতে হবে। ৮. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে দেখতে হবে। রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। ৯. রাজনীতিতে, বিচার ব্যবস্থায় ও

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। ১০. বিদ্যমান অসাধু রাজনীতিবিদ, অসাধু ব্যবসায়ী ও অসাধু আমলার ত্রিভুজ ক্ষমতা জোটকে চিহ্নিত করে তা ভেঙে ফেলতে হবে।

মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রাক্তন মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) ও প্রাক্তন মুখ্য সচিব,[3] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ০৩ এপ্রিল ২০২১ দৈনিক সমকাল সংবাদপত্রে "জলবায়ু ঝুঁকি, এসডিজি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার সারমর্ম নিম্নে তুলে ধরা হল। তিনি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-ইউএনডিপির একটি প্রকাশনায় বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা তুলে ধরেন এবং এর পেছনের কারন গুলো চিহ্নিত করেন। **প্রাথমিক ভাবে** লিঙ্গ, বয়স, আয়, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, প্রতিবন্ধিতা, জাতীয়তা, আদিবাসী, শরণার্থী হিসেবে বৈষম্যের কারণে নাগরিক পরিচয়ের বাইরে বাস্তুচ্যুত বা অভিবাসী হয়ে পড়া লোকজন সুবিধা বঞ্চিত হয়। **দ্বিতীয় পর্যায়** ভৌগোলিক অবস্থা, রাস্তা, গণপরিবহন, ব্রডব্যান্ড, স্যানিটেশন এবং জ্বালানির মতো প্রাথমিক পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় কিছু লোক বঞ্চিত হয়। **তৃতীয়ত,** সামগ্রিক ভাবে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে গ্রামীণ লোকদের শহরাঞ্চলের মানুষের তুলনায় বহুমাত্রিক দরিদ্র হওয়ার আশঙ্কা বেশি। বিশ্বব্যাপী অসম বাণিজ্য, অর্থ, বিনিয়োগ এবং বুদ্ধি বৃত্তিক সম্পদ ব্যবস্থার মতো শাসন ব্যবস্থার অনেক বিষয় বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ছোট দেশ গুলো পুরোপুরি বিশ্বায়নের সুফল লাভ বা উপকার থেকে বঞ্চিত হয়। **চতুর্থত,** আর্থসামাজিক অবস্থান এবং আইন, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন, নিরাপত্তা, উত্তরাধিকারী বা সম্পদ অর্জনের অধিকার, ভূমির মালিকানা, জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকরি খুঁজে পাওয়া, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি এবং নিরাপদ কর্মস্থল, বীমার সুবিধা এবং সামাজিক সুরক্ষা কৌশল, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ব্যাংক হিসাব খোলা, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ থেকে লাভবান হওয়ার বিষয় গুলো নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বশেষে মানুষ যখন হিংসা, সংঘাত, স্থানচ্যুতি, অভিবাসীদের বিশাল স্থানান্তর, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অন্যান্য ধরনের জলবায়ুর ঘটনা বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকিতে পড়ে তখন তারা পেছনে পড়ে যায়।

তিনি মনে করেন, গতানুগতিক কার্যধারার বদলে সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হবে এসডিজির আওতায়। অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, সার্বজনীন, ন্যায় সংগত, সমান এবং অন্যান্য গুণগত ও পরিমাণ মতো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং লক্ষ্যগুলো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এসডিজি-১ (দারিদ্র্যর অবসান), এসডিজি-২ (ক্ষুধা শেষ হওয়া) এই দুটি অভীষ্ট এবং এগারোটি লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, 'সবার জন্য' ছয়টি অভীষ্ট এসডিজি-৩ (স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করা), এসডিজি-৪ (মানসম্পন্ন শিক্ষা), এসডিজি-৫ (লিঙ্গ সমতা), এসডিজি-৭ (আধুনিক শক্তি), এসডিজি-৮ (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান), এসডিজি-১৬ (শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) এবং আঠারোটি লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পাশাপাশি, 'অন্তর্ভুক্ত' শব্দটি পাঁচটি অভীষ্টে এসডিজি-৪, এসডিজি-৮, এসডিজি-৯ (স্থিতি স্থাপক অবকাঠামো), এসডিজি-১১ (মানববসতি), এসডিজি-১৬ এবং পাঁচটি লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

[3] https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/210457731/GmwWwR I অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

এছাড়া 'সর্বজনীন' শব্দটি আটটি লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, 'অধিকার' ছয়টি লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, 'ন্যায় সংগত' একটি অভীষ্ট এসডিজি-৪ এবং সাতটি লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবশেষে 'সমতা' শব্দটি দুটি অভীষ্ট এসডিজি-৫, এসডিজি-১০ (বৈষম্যহ্রাস) এবং বারোটি লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অভীষ্ট-১০-এর সব লক্ষ্য অসমতা হ্রাস করার বিষয়ে। সুতরাং, এটি বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো অভীষ্ট বাস্তবায়িত হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তাই 'কাউকে পেছনে না ফেলা' ১৭টি অভীষ্টের জন্যই প্রযোজ্য। অতএব, পেছনে কাউকে ছেড়ে না যাওয়া মানে প্রতিটি একক ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো এবং এটি ২০৩০-এর এ জেন্ডার অন্যতম সুন্দর বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

তিনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলেন, কিছু জনগোষ্টি 'অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার পেছনে থাকতে পারে, যেমন ভূমিহীন মানুষ, গৃহহীন মানুষ, চর, হাওর, পার্বত্য ও দুর্যোগ-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, দুস্থ নারী, বয়স্ক মানুষ এবং অবিবাহিত মা, কিশোরী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, উপকূলীয় অঞ্চল এবং জলবায়ুতে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজন, ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং জেলেরা। উপরোক্ত চিহ্নিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি আরও যারা পেছনে থাকতে পারেন তারা হলেন এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত, সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত, মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা, মাদকাসক্ত যুবকরা, সড়ক দুর্ঘটনার মাধ্যমে আহত ব্যক্তিরা, স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশু, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণবিহীন ব্যক্তি। সহিংসতার শিকার নারী ও শিক্ষার্থী, গৃহকর্মী এবং তৃতীয় লিঙ্গের ঝুঁকির মধ্যে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মী, প্রান্তিক মানুষ, চা বাগানের শ্রমিক, মালী, ড্রাম বাদক, ধোপা, বাজনদার, দাই, হাজাম, রবিদাস, চামড়া শ্রমিক/মুচি, নাপিত, সাপুড়ে ইত্যাদি এসডিজিতে পেছনে থাকতে পারে। করোনার কারণে দিন মজুর, রিকশা চালক, পরিবহন কর্মী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মরত, অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত মানুষ, সরকারি ক্ষেত্র ব্যতীত প্রায় সব পেশার মানুষ এই তালিকাটি দীর্ঘায়িত করেছে। ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা ও জলোচ্ছাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নোনাজল, জলাবদ্ধতা এবং ভূমিক্ষয় আরও ঝুঁকিপূর্ণ করতে ভূমিকা রেখেছে। করোনা, ঘূর্ণিঝড়, মারাত্মক পুনঃপুনঃ বন্যা এবং নদী তীর ভাঙনের কারণে গত আট মাসে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সংখ্যা ও মাত্রা উভয়ই বহুগুণে বেড়েছে। তিনি মনে করেন, 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচি যদি সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন হয়, তবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈষম্য কমাতে সক্ষম হবে।

ড. আতিউর রহমান,[4] বঙ্গবন্ধু চেয়ার ও অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক গর্ভনর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ৩১ মে ২০২১ বাংলা ইনসাইডার, সংবাদপত্রে "অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল আমাদের অগ্রগতির বড় কারন" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। উক্ত সংবাদের সারমর্ম তুলে ধরা হল- ড. আতিউর রহমান বলেন, মহামহারীর ধাক্কা সামলেও বাংলাদেশ বেশ ভালো ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনের বড় একটি কারন হিসেবে বর্তমান সরকার, বিশেষ করে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর শুরু থেকেই এক ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক

[4] https://www.banglainsider.com/interview/61856/"অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল আমাদের অগ্রগতির বড় কারন"

উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের বিষয়টি চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে প্রথমবার সরকার পরিচালনায় এসে এই কৌশলটি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। আর, ২০০৮এ দিন বদলের যে সনদ তিনি দিলেন, সেখানে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করবার কৌশলটি আরও স্পষ্ট করে গ্রহন করেছিলেন। এর সাথে যুক্ত করেছিলেন আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি। এই গণমুখি কৌশলটি এখনও সরকার অনুসরণ করে চলছে। তিনি বলেন, এই কৌশলটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। একই সঙ্গে ম্যাক্রো 'অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ব্যবসা- বাণিজ্যের জন্য উদ্দিপনামূলক পরিবেশ ধরে রেখেছেন। তিনি সুপারিশ করে বলেন, অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সহজতর করা গেলে ব্যবসায়ী পরিবেশ আরও উন্নতি করা সম্ভব।

মো. মশিউর রহমান,[৫] ব্যাংক কর্মকর্তা, ৬ এপ্রিল, ২০১৭, দৈনিক কালের কণ্ঠ সংবাদপত্রে "অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার সারমর্ম নিম্নে তুলে ধরা হল। তিনি বলেন, প্রতিটি মুদ্রানীতিতেই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিয়ে বক্তব্য থাকে। বিশেষ করে এসএমই ঋণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিও। নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন সুদের হারনির্ধারণ করে দেওয়া আছে। উল্লেখ্য, এই হার ১০ শতাংশের বেশি নয়। এখন অবশ্য বাণিজ্যিক ঋণ ও ১০ থেকে ১৩ শতাংশে পাওয়া যায়। এত কিছুর পরও বাংলাদেশে গ্র্যাজুয়েট বেকারের হার ৪৭ শতাংশ (ডেইলি স্টার, ৪ মার্চ ২০১৫); যদিও সর্বোপরি বেকারের হার ৫ শতাংশের কম। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তথা বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনসংখ্যা, যাদের ৪৭ শতাংশই বেকার। তিনি মনে করেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো কর্ম উপযোগী জনসংখ্যা তৈরি করতে পারছে ৫৩ শতাংশ। তাদের মধ্যেও অনেকেই আবার স্বল্প বেতনের যন্ত্রণায় ভোগেন। যদিও ২০০৭ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ শতাংশের বেশি। জিডিপিতে যেহেতু অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির হিসাব পাওয়া যায় না, তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঋণের বিন্যাসের কথা বলা হচ্ছে। এখানে ঋণের বিন্যাস বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ঋণ শুধু ধনীরা নয়, দরিদ্ররাও পাবে। ঋণ পাওয়া দরিদ্রের ও অধিকার। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য মানুষকে উদ্যোক্তা হতে হবে। তিনি মনে করেন, উদ্যোক্তা হলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন, ঝুঁকি নিতে পারেন এবং অর্থের ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে পারেন। উদ্যোক্তা সামাজিক উন্নয়নেও দানের মাধ্যমে এবং পরামর্শ দিয়ে ভূমিকা রাখেন। কারণ সামাজিক উন্নয়ন ব্যবসায় উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য আমাদের কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের চেয়ে ব্যবসা নির্ভর বাংলাদেশে পরিণত হতে হবে। ব্যবসায়ের কিছু মৌলিক নীতি আছে, তা সবাইকে মেনে চলতে হবে, যেমন-তুলনামূলক মানসম্মত পণ্য বা সেবা, প্রতিযোগিতামূলক দাম, দ্রুততম সময়ে সরবরাহ এবং মানবতার কল্যাণ। মানবতার অকল্যাণ হয় এমন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করলে দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকা যায় না। এজন্য সরকারসহ সাধারণ সচেতন জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে হবে উদ্যোক্তা তৈরিতে।

[5] https://www.kalerkantho.com/print-edition/muktadhara/2017/04/06/483469

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি প্রতি বছর একজন করে উদ্যোক্তা তৈরি করে বাংলাদেশে, তাহলে প্রতি বছর লক্ষাধিক উদ্যোক্তা তৈরি হবে, যারা পরবর্তী সময়ে বেকার সমস্যা সমাধানে কাজ করবে। সমাজে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশও তৈরি করতে হবে। এজন্য আমাদের নিজের সম্পর্কে ও দেশের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য ঋণের বিন্যাস যেমন জরুরি, তার চেয়েও বেশি জরুরি উদ্যোক্তা উন্নয়ন।

মোস্তফা কামাল মুজেরী,[৬] মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, খ-৩২ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২১ "বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি : দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিকতর আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রদানের সমস্যা ও সম্ভাবনা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধের সারমর্ম তুলে ধরা হল, তিনি বলেন, একটা উন্নত অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থাকে বল সম্পদ আহরণ ও তার ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেনা অধিকন্তু যাদের আর্থিক সেবার প্রয়োজন রয়েছে এমন সকলের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা অর্থনীতিতে বহুবিধ সুবিধা প্রদান করে। এটা বিনিয়োগ বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে প্রয়োজনীয় অধিকতর সম্পদ প্রবাহের ব্যবস্থা করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, ঝুঁকি হ্রাস করণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং দারিদ্র্য লাঘবে সহায়তা করে। একটা কার্যকর ও সুপরিচালিত আর্থিক ব্যবস্থা থেকে সুবিধা প্রাপ্তি জনগণকে অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করে উন্নয়নে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারে। বস্তুত দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষদের টার্গেট করে আর্থিক সেবার প্রসার আর্থিকসেবা প্রাপ্তির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থায় জনগণের কোনো অংশই আর্থিক সেবা-সহায়তার আওতার বাইরে থাকেনা।[৭] আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়টা ব্যাপক ও বিস্তারিত এবং এটি বলতে সহজ উপায়ে মানসম্মত আর্থিক সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের সকল অংশের কাছে আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির সমান সুযোগ প্রসারিত করা এবং অর্থনীতিতে আর্থিক অসমতা বা বৈষম্য হ্রাস করাকে বোঝায়।

---

[6] গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও অপরাপর এনজিওদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ঋণসেবা-সহায়তার প্রাপ্তি বা সুযোগ দারিদ্র্য হ্রাস, মাইক্রো প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। ঋণ সেবা-সহায়তার অনুকূল প্রভাব বিষয়ে বহু গবেষণা লব্ধতথ্য-প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। বহুসংখ্যক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠান গুলোর সম্পদ বা তহবিল সংকট রয়েছে এবং ব্যাংক ঋণ সুবিধায় তাদের প্রবেশ সীমিত (SEDF, 2006 এবং IFC, 2014)।

[7] জাতিসংঘের মতে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা সকল ব্যাংক সেবা পাওয়ার উপযোগী সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণসেবা, বীমা করার উপযুক্ত সকলকে বীমাসেবা এবং প্রত্যেককে সঞ্চয় ও পেমেন্ট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে (UN, 2006) ।সাধারণভাবে বলা হয় যে, আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্তির অনুপস্থিতি অর্থাৎ আর্থিকসেবা থেকে বঞ্চনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় স্বরূপ (Beck *et al.*2008)। এযুক্তি ও দেখানো হয়ে থাকে যে, একটা উন্মুক্ত ও উদার এবং দক্ষসমাজের বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক (Social) সেবা ও পণ্যে সকলের অবারিত প্রবেশের সুযোগ। যেহেতু ব্যাংকিং সেবা সামাজিক পণ্য সেহেতু আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়া দেশের সমগ্র জনগণের কাছে ব্যাংকিং ও পেমেন্ট সেবার সহজ প্রাপ্তি হিসেবে দেখতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, কম খরচে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংক ও ঋণ সেবা-সহায়তা প্রদান করা। আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্ত হলো আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থা কর্তৃক সঞ্চয়, ঋণ, বীমা, পেমেন্টস, রেমিট্যান্স সুবিধাদি এবং আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ/উপদেশমূলক সেবা প্রদান করা (RBI, 2008)।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ বিভিন্ন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ভোগ-দখলী কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক, স্বনিয়োজিত কর্মী ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী, শহুরে বস্তিবাসী ও ফুটপাথবাসী, অভিবাসী, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠী, দরিদ্রখানা প্রধান ও মহিলারা। শহরাঞ্চলে আর্থিকসেবা বঞ্চিত জনগণের বেশ কিছু এলাকা থাকা সত্ত্বেও গ্রামেই আর্থিক সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি। ব্যাংক শাখার ব্যাপক বিস্তার এবং এমএফআই ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দেশের বয়স্ক মানুষের এক-চতুর্থাংশ অদ্যাবধি আর্থিক সেবা বহির্ভূত। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির বিবেচনায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অবস্থা এখনও খারাপ। যেমন জিডিপিতে গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের অবদানের তুলনায় ব্যাংক সেবায় তাদের অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। ২০১৩-১৪ সালে জিডিপিতে কৃষির অংশ ছিল প্রায় ১৬ শতাংশ, অথচ মোট আগাম (advance) কৃষি খাতের অংশ ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। দেশের জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায়, এক ব্যাপক অংশ আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকায় মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সেবা পণ্যে তাদের প্রবেশ সীমিত। পল্লী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচটি নতুন শাখার বিপরীতে গ্রাম এলাকায় কমপক্ষে একটি নতুন শাখা খোলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১২ সালে দেশের মোট ব্যাংক শাখার ৫৭ শতাংশ গ্রাম এলাকায় অবস্থিত হলেও মোট আমানত ও এডভান্সে পল্লী এলাকার শাখা সমূহের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৭ ও ১২ শতাংশ, যা আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থায় দরিদ্র জনগণের স্বল্প অন্তর্ভুক্তিকেই নির্দেশ করে।

তিনি মনে করেন, সরকারের কৌশল হওয়া উচিত সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক সেবায় দরিদ্র পরিবার গুলোকে যুক্ত করতে মোবাইল যোগাযোগ ও ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে সাধিত উৎকর্ষকে কাজে লাগানো। আর্থিক সেবায় দরিদ্র জনগণের অন্তর্ভুক্তি তাদেরকে নতুন কৃষি প্রযুক্তি সফল ভাবে গ্রহণে, নতুন ধরনের ব্যবসায় বিনিয়োগে এবং নতুন ও অধিকতর উৎপাদনশীল চাকুরি সন্ধানে সহায়তা করবে। একই সাথে জনগোষ্ঠীর এক বৃহদাংশকে স্বাস্থ্যগত সমস্যা, আর্থিক বিপর্যয় ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত কারণে গভীর দারিদ্র্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। সুতরাং দেশের দরিদ্র পরিবারগুলোকে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ গ্রহণে সাহায্য করতে অথবা কোনো সংকট বা জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় সহায়তা করতে সঞ্চয়, পেমেন্ট, ঋণ, বীমা, বিশেষ করে সংকটময় মুহূর্তে, সেবার জন্য কার্যকর হাতিয়ার বা উপায়ের ব্যবস্থা করাকে দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটা কার্যকর কৌশল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবায় দরিদ্র জনগণের অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রসারিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। ব্যয় সাশ্রয় করা ছাড়াও ডিজিটাল আর্থিক সেবার নানাবিধ সুবিধা রয়েছে, যেমন-

(১) এগুলো আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেক্টর ও অর্থনীতির ব্যাপকতর ক্ষেত্রের সাথে দরিদ্র জনগণকে যুক্ত করে;
(২) আর্থিক প্রবাহকে সঠিক ভাবে নজর দারি করা যায় ডিজিটাল উপায়ে যা নিরাপদ ও দ্রুততর লেনদেন সক্ষম করে এবং এক্ষেত্রে দুর্নীতি ও চুরির সুযোগ নেই বা এজন্য কোনো সন্দেহ থাকেনা;
(৩) ঋণ ও অন্যান্য ট্রান্সফার সরাসরি ব্যাংকে ডিপোজিট করা সেবা গ্রহণকারীকে দ্রুততর করতে সাহায্য করার পাশাপাশি পরিবারে নারীদের অধিকতর আর্থিক কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং এভাবে তাদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে;
(৪) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের চাহিদা উপযোগী সেবা পণ্য উন্নয়নে দরিদ্র গ্রাহকদের আর্থিক ইতিহাস ব্যবহার করতে পারে; এবং
(৫) তথ্য ভাগাভাগি (sharing), যেমন রিমাইন্ডার প্রেরণ করা যায়।

বাংলাদেশে ব্যাপকতর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও মৌলিক সেবা প্রসারে ডিজিটাল অর্থায়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ১১৫ মিলিয়ন লোক মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। এজন্য আর্থিক সেবাকে অন্যান্য খাতেও (যেমন কৃষি, পরিবহন, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জ্বালানি) বিস্তৃত করার একটা শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে ডিজিটাল অর্থায়ন। বস্তুত দরিদ্রদের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যেসব বড় বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো দূর করতে ডিজিটাল সমাধান ও নতুন প্রযুক্তির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে যা ২০২১ সাল নাগাদ আর্থিক সেবায় সার্বজনীন অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। পরিশেষে, তিনি আর্থিক সেবায় দরিদ্রদের পর্যাপ্ত অন্তর্ভুক্তি অর্জনের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ বা অন্তরায়সমূহ কার্যকর ভাবে দূরীকরণের জন্য বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করেন।

মোঃ আরিফুর রহমান (২০২০), তিনি "আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা: সীতাকুন্ড উপজেলার উপর একটি পরীক্ষা মূলক অধ্যয়ন" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন (ফিন-বি), পিকেএসএফ প্রকাশিত জার্নালে প্রকাশ হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি মোট সাত প্রকারের প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করেন, তাদের মধ্যে ৬৭% শারীরিক প্রতিবন্ধীতা (দৃষ্টিশক্তিহীন) রয়েছে। মোট প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে ৬০% কোন সরকারী সাহায্য-সহযোগীতা পান না। এবং ৭৮% প্রতিবন্ধী মানুষের সরকার কর্তৃক কোন সনদপত্র নাই। তবে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল প্রতিবন্ধী মানুষের সরকারী সামাজিক সুরক্ষা প্রোগ্রামগুলোতে সাথে যুক্ত। অবাক করা বিষয় যে ২৫.২% প্রতিবন্ধী মানুষ তাদের পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী সদস্য। মোট ৭৮.৮% প্রতিবন্ধী মানুষেরা চায় তারা ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে। মাত্র ৩০% প্রতিবন্ধী মানুষ ১২ ধরনের এনজিও থেকে ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা পেয়েছেন। এই ১২ ধরনের এনজিওর মধ্যে ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন) সীতাকুন্ডে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী মানুষকে ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা প্রদানে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়াটি কিছু মানদন্ডের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়, যা কিনা ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়াটিতে সঠিক ভাবে ত্বরান্বিত করে এবং প্রতিবন্ধী মানুষের অংশগ্রহন ও প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, প্রতিবন্ধী মানুষেরা উপকৃত

হচ্ছে এবং তাদের জীবন ও জীবিকা উন্নত করছে যা তার পরিবারের পক্ষে মঙ্গল জনক এবং সামাজিক জীবন বিকাশে অবদান রাখছে। তিনি এই গবেষণার মাধ্যমে সুপারিশ করেন যে, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা গুলিকে বিভিন্ন রূপে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী মানুষের আয়ের জন্য নমনীয় শর্তাদি ও শর্তাদিসহ নরম ঋণপ্রদান করা উচিত। এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের অর্থবহ অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে।

মোঃ আরিফুর রহমান, গবেষক এবং সংগঠক,[৮] ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১, দৈনিক ভোরের কাগজ "অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার সারমর্ম নিম্নে তুলে ধরা হল। তিনি মনে করেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন হল এমন ধরনের উন্নয়ন যা জনগনের জন্য কেবল মাত্র নতুন অর্থনৈতিক সুযোগই তৈরি করে না, বরং এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য তৈরি সুযোগ গুলিতে সবার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য তিনটি শর্তাবলীর কথা বলেন। এগুলো হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়ন। তিনি বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায় যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দারিদ্র্যতা হ্রাসে প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করে। অর্থাৎ দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিসেবা গুলিতে প্রবেশাধিকার থাকে। এর মধ্যে রয়েছে সমান সুযোগ প্রদান, শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষমতায়ন করা। এই ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক ও টেকসই উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। অন্য কথায়, গতানুগতিক কমডেলগুলির মতো কেবল অর্থনৈতিক ফলাফলের দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে সাম্যতার সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির দিকে বেশি মনোনিবেশ করা। অন্তর্ভুক্তি মূলক বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির স্থিতিশীলতা এবং বিকাশ সম্পূর্ণ রূপে সহজতর করে। যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি ও প্রতিবেশ-এ কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। সঙ্গত কারনে আমাদের মত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরী। তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ে টেকসই উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। টেকসই উন্নয়ন কথাটা প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৮৭ সালে, ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন এর রিপোর্টে। ২০০০ সালে শুরু হওয়া 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এমডিজি অর্জনের সময় শেষ হয় ২০১৫ সালে। এরপর জাতিসংঘ ২০১৫ সালে (২০১৬-২০৩০) মেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশ্বরক্ষা এবং একটি নতুন টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা হিসেবে সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিত করনে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। যা 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এসডিজি নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, এসডিজি বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকেই প্রতিস্থাপিত করেছে।

[8] https://www.ebhorerkagoj.com/city/2021/02/15/18?fbclid=IwAR3cDtC_2egPE5pcwuuLO4paHCEch59wcdWo1z62Q6-A27G9GOgsDJpZYNU

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা হলো: এসডিজি-১ দারিদ্র্য নিরসন (সকল পর্যায়ে সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান); এসডিজি - ২ ক্ষুধা মুক্তি (ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নততর পুষ্টিমান অর্জন এবং স্থায়িত্বশীল কৃষি সম্প্রসারন); এসডিজি - ৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (সকল বয়সী, সকল মানুষের সুস্থ জীবন ও স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করণ); এসডিজি - ৪ মানসম্পন্ন শিক্ষা (ন্যায় ভিত্তিক ও সমন্বিত সমমানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরী); এসডিজি- ৫ নারী পুরুষের সমতা (নারী পুরুষের সমতা অর্জন ও সকল মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন); এসডিজি - ৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থা (সবার জন্য পানি ও পয়ঃব্যবস্থার প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ); এসডিজি - ৭ সবার জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভর যোগ্য জ্বালানী (মূল্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি-শক্তিতে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ); এসডিজি - ৮ মর্যাদাপূর্ন কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি (সবার জন্য সমন্বিত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজের সুযোগ তৈরী); এসডিজি - ৯ শিল্প, অবকাঠামো ও উদ্ভাবন (টেকসই অবকাঠামো বিনির্মাণ, সমন্বিত ও টেকসই শিল্পায়ন উন্নীতকরণ এবং নতুন উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ); এসডিজি - ১০ অসমতা হ্রাস (আভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃদেশীয় অসমতা হ্রাস); এসডিজি - ১১ নিরাপদ শহর ও জনবসতি (শহর ও জনবসতিকে সমন্বিত উপায়ে নিরাপদ ও স্থায়িত্বশীল করা); এসডিজি - ১২ দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন (দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ); এসডিজি - ১৩ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন); এসডিজি - ১৪ জলজ সম্পদ সংরক্ষণ (স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য মহাসমুদ্র, সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব ব্যবহার); এসডিজি - ১৫ বাস্তুতন্ত্র ও প্রাণ বৈচিত্র্য সুরক্ষা (স্থলজ বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা, পুনঃস্থাপন ও এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ বান্ধব বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রতিরোধ, এবং ভূমি ক্ষয় ও রহিতকরণ প্রাণ বৈচিত্র সুরক্ষা); এসডিজি - ১৬ শান্তি, ন্যায় বিচার ও জবাবদিহিতা (স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ তৈরি, সবার জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ); এসডিজি - ১৭ উন্নয়ন ও অংশীদারীত্ব (স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারীত্ব পুনঃসক্রিয়করণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়া জোরদারকরণ)। জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশন্স নেটওয়ার্কের এসডিজি সূচক এবং ড্যাশবোর্ড রিপোর্ট ২০১৮ অনুযায়ী, ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১১তম। সব দিক মিলে বাংলাদেশের স্কোর ৫৯.৩। ২০১৭ সালে এর অবস্থান ও স্কোর ছিলো যথাক্রমে ১২০ ও ৫৬.২। শুধু ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান বাদে দক্ষিণ এশিয়ার নেপাল, ভুটান ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট এর পর্যালোচনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ এমডিজির ৮টি লক্ষ্যমাত্রা সফল ভাবে পূরণ করলেও এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৮ টিতেই বাংলাদেশ এখনো সফল হতে পারেনি। বর্তমানে বাংলাদেশ যে ৮টি টেকসই লক্ষ্যমাত্রায় প্রত্যাশার তুলনায় পিছিয়ে আছে, সেগুলো হলো- এসডিজি-২ খাদ্য নিরাপত্তা পুষ্টির উন্নয়ন ও কৃষির টেকসই উন্নয়ন, এসডিজি- ৩ সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য

নিশ্চিত করা, এসডিজি- ৭ সকলের জন্য জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সহজলভ্য করা, এসডিজি- ৯ স্থিতিশীল উন্নয়ন ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, এসডিজি- ১১ মানববসতি ও শহর গুলোকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখা, এসডিজি- ১৪ টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা, এসডিজি-১৬ শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহনমূলক সমাজ, সকলের জন্য ন্যায় বিচার, সকল স্তরে কার্যকর জবাবাদিহি ও অংশগ্রহনমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এসডিজি-১৭ টেকসই উন্নয়নের জন্য এসব বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারীত্বের স্থিতিশীলতা আনা। বাংলাদেশের এই সফলতাকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পৌঁছাতে দরিদ্র মানুষের টেকসই দারিদ্র বিমোচন এবং তৎপরবর্তী আর্থসামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা সামগ্রিক উন্নয়ন আবশ্যক। সরকার ও এনজিওসমূহ সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন অন্তর্ভূক্তিমূলক সামাজিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ উন্নয়নে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা জরুরী।

এছাড়াও তিনি বলেন, এনজিও সমূহ তাদের অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থায়ন কার্যক্রম তাদের পরিচালিত সমিতি বা গ্রুপে প্রতিবন্ধী, নৃতাত্ত্বিক, প্রবীণ, তৃতীয় লিঙ্গ, জেলে, হরিজন, তাঁতী, কামার, কুমার, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত জনগোষ্টির টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে। এই কর্মসূচিতে উপরোক্ত ব্যক্তিদের জন্য বাঁধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে যাতে দেশের সকল অঞ্চলের (সমতল, পাহাড়, চর, হাওড়, উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চল) ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা যায়। সংশ্লিষ্ট লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য এসব অঞ্চলের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারের উপর প্রয়োজনীয় তথ্য ও যথাযথ দক্ষতা প্রদান, বাজার ও ব্যবসা উন্নয়ন কৌশল, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষন ও প্রযুক্তি উপকরন প্রদান, প্রযোজ্য কারিগরী দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালন প্রশিক্ষণ, গরু-ছাগল পালন, কৃষি ভিত্তিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা হবে। প্রশিক্ষণের পর স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণ সুবিধা নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী করে তুলতে পারে। যাতে তারা নিজেরা স্ব-নির্ভর হয়ে আর্থিক উন্নয়ন করতে পারে এবং সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী করে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সেবা আদায়ে সংগঠিত ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি দ্বারা লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দৈনন্দিন জীবনে সমতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে দরিদ্র, স্বল্প আয়ের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্ত করতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যদিও বেশির ভাগ পদক্ষেপ বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত আইনী কাঠামোর অধীনে নেয়া হয়েছে। এর ফলে আর্থিক সেবায় জনগণের অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিস্থিতির কিছুটা সমাধান হলেও এখনো অনেক সমস্যা রয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের ফলে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও আর্থিক সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদাগত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি প্রদান করা দরকার। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উচিত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে যাওয়া এবং এই সম্পর্কীত জনগোষ্ঠীর সাথে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করে তাদের সক্রিয় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। সেবা বহির্ভূত এলাকা ও জনগণের প্রতিলক্ষ রেখে আর্থিক বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি ঋণ বিষয়ক সঠিক পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। একই ভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক আর্থিক সেবা প্রদানকারীদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত ভাবে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও উন্নত জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে দরিদ্র জনগণের আর্থিকসেবা-সহায়তা লাভের সুযোগ তৈরি করবে। এজন্য দরকার সমাজের অবশিষ্ট অংশের কাছে সহজলভ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে ব্যাংকিং, ঋণ ও সঞ্চয় ইত্যাদি সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীরসম অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা। বাস্তবিক পক্ষে, জনগণের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক বা অ-প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা প্রদান কাজ বৃদ্ধি করতে 'কমপ্রিহেনসিন অ্যাপ্রোচ' বা সমন্বিত যুগোপযোগী নীতি উদ্যোগ প্রয়োজন। এসব নীতি উদ্যোগ আর্থিক সেবায় দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের প্রবেশ বাড়াতে সহায়তা করবে এবং ঋণের অলভ্যতা সম্পর্কিত সমস্যা যেমন ঋণের ফাঁদে পড়া বা নিজের উৎপাদনশীল সম্পদ হারানো ইত্যাদি রোধ করবে।

গ্রন্থপঞ্জি (References)

১. আকাশ, এ এ (২০২০), অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও মেকসই উন্নয়ন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://www.ittefaq.com.bd/ opinion-/181616/অন্তর্ভুক্তিমূলক-প্রবৃদ্ধি-ও-টেকসই-উন্নয়ন

২. আজাদ, মো. আবুল কালাম (২০২১), জলবায়ু ঝুঁকি, এসডিজি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, দৈনিক সমকাল, ০৩ এপ্রিল ২০২১, ঢাকা, বাংলাদেশ। https:// samakal. com/ editorial-subeditorial/article/210457731/এসডিজি-ও-অন্তর্ভুক্তিমূলক-উন্নয়ন

৩. কাজী, খলীকুজ্জামান আহমদ (২০১৭), নানা সংকট একই দিশা, পালক পাবলিশার্স, ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০

৪. পলক, জুনাইদ আহমেদ (২০২০), অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি কৌশল ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, বিডি নিউজ ২৪. কম, ২ মার্চ ২০২০, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://

opinion.bdnews24.com/bangla/archives/59782

৫. রহমান মো. মশিউর (২০১৭), অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৬ এপ্রিল, ২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://www.kalerkantho.com/print-edition/muktadhara/2017/04/06/483469

৬. রহমান, মো. আরিফুর (২০২১), অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, দৈনিক ভোরের কাগজ (২৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বিশেষ আয়োজনে), ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ঢাকা, বাংলাদেশ। (a, b & c)

a. https://www.ebhorerkagoj.com/citz/2021/02/15/18?fbclid=IwAR3cDtC_2egPE5pcwuuLO4paHCEch59wcdWo1z62Q6-A27G9GOgsDJpZYNU

b. https://www.ebhorerkagoj.com/citz/2021/02/15/18

c. https://web.facebook.com/YPSAbd/photos/a.924413737601337/5203809149661753

৭. রহমান আতিউর (২০২১), অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল আমাদের অগ্রগতির বড় কারণ, বাংলা ইনসাইডার, ৩১ মে ২০২১, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://www.banglainsider.com/interview/61856/অন্তর্ভুক্তিমূলক-উন্নয়ন-কৌশল-আমাদের-অগ্রগতির-বড়-কারণ

8. IFC (2014): *Stories of Impact Small and Medium Enterprises: Key Driver for Growth and Jobs in South Asia*, International Finance Corporation, South Asia Office, New Delhi

৯. SEDF (2006): *Results of the Banking Survey of SME Market in Bangladesh*, Final Report, Dhaka

১০. UN (2006): *Building Inclusive Financial Sector for Development*, United Nations Department of Public Information, New York

১১. Beck, T., A. Demirguc-Kunt and M.S. Martinez Peria (2008): 'Banking Services for Everzone? Barriers to Bank Access and Use around the World,' *World Bank Economic Review*

১২. RBI (2008): *Report of the Committee on Financial Inclusion*, Reserve Bank of India, Mumbai

১৩. Rahman, MR (2020), Ensuring Inclusion of Persons with Disabilities through Financial Inclusion: An Experimental Study on Sitakund Upazila, Financial Inclusion Bangladesh-FIN-B, AN initiative for Institue for Inclusive Finace and Development (InM), PKSF Bhabon, E-4/B, Agargaon A/A, Shre-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh